কাল অতিমারীঃ কবিতা

স্বপন রায়

গানকীয়া

৪.

গান হতে চাইলেই,পাখিরা ঢঙ্গী।ঠোঁট সাঁতলে দেয়,আর সিটি মারে।দাল-মক্ষণী,বেশ বেশ।সুর্মাভ্রমর।গানের ঢাকায় ভাপা চোখ,দাল-রোটির তীব্র বিরোধী। গানের তামাম সুর, চোখ বেয়ে আকাশিয়া। পাখিটা তো ওখানেই, স্বরবিতান ঝাড়তো!পালক কুড়াতো স্বপন।পাখিটা তো জম্পেশ, একটা বাঁক দেখালেই সাঁবরিয়া...

৫.

কোনও একটি দূরে, কোনও একটি সুর। কোনও একটি বাড়ি, একটাই কোনও দিন। দূরের দিনে, সুরের বাড়ি। রিড খোলা, জলছুম ঘোর লেগে থাকে গ্রীলে। সুর বসে, দাঁড়ায়, দৌড়য় আর গান হাত নাড়ে। হাতে বন্দর, আঙুলে নৌকো, কোনও একটি বৃষ্টি নখ ছাড়িয়ে রঞ্জনী ভিজিয়ে একটি, দুটি হাহাকার। সন্ধ্যা নামছে, সাইকেল মুছে যাচ্ছে এমন...

৬.

আটকে থাকা কিসব জাল, মাকড়সার হতে পারে বা বাসি অন্ধকারের। দূরে ওড়া ওড়া একটা গল্প। স্কার্ফ আটকে আছে ঝাউয়ের গায়ে, তাতে সামান্য হিম। র-চা র-চা গন্ধটাও। খুলে মনে হল, আমি খুলতে পারি। বন্ধ করতে পারি। তাতে কী? চাউনি ঢোকে। আলোর টুকরো, স্যাঁতস্যাঁতে হয়, ওই ঢুকেই। খোলা আর বন্ধের ভেতরেই আমার মনে হয় সে ছিল।

সে বা শ্রেণিসংগ্রাম, ছটফট করছিল ‘ইশতেহারা’ মেয়েটি। স্কার্ফটা কী ওরই, ‘রেপড অ্যান্ড ডুমড’ একটা মেয়ে জালের ভেতরে, খালের ভেতরে, মাকড়সাদের তিলককামোদে, একটাই মেয়ে। ডুরে-পাড়, কমনরুমের দেয়ালে আটকানো ‘মেনু’ দেখতে দেখতে যে ভেবেছিল। যে গেয়েছিল। যার প্লেটে বসত সিংগাড়া, ফুটে উঠত ‘কমসিন’ ‘নাদান’ এক খিদে।

সে নেমে আসে। আমার হারিয়ে যাওয়া টেলিগ্রাম। সিপিয়া আকাশের যদি হয়, রোজানা ‘গজল’ই সে।জগতচোরা আলো ফিনিক দিল, কুর্তিময়। স্টেশন ছিল উপোষি চানাওয়ালার, ‘চানা জোর গরম’ বললেই এখানে সেভাবে জল নেই, সংকট আছে বোঝা যেত।

৭.

ভেতরে ঢোকার আগে পাঁজর সরালো। অত ঝাঁঝরা নয়। ঝাঁঝরিয়া নয়। একটা গান বাসা বেঁধে আছে, হাড়ের রঙ নিয়ে। আমার চেয়ে ছোট, ইন্তু টাইপের। ইন্তুর কভার ড্রাইভ আর পুল। কমনরুম পেয়ে গেল, ক্রিকেট কিট। হাড়ে হাড়ে, মজ্জায়। হ্যান্ড গ্লাভস, প্যাড, অ্যাবডোমেন গার্ড। 'ইহাতে বিচির সুরক্ষা হয়', কোচ তখন সুবীরদা। ছক্কা তখন মেরে হামসফর। আমার ভেতরের দিকে যেসব গোলমাল মাংসল ছিল, কমনরুমের দেয়াল হেলান দিল। সেখানে কী আরাম! চাঁদ নামে, কি স্নিগ্ধ মোমছাল, পটাশ। আর বুনছে বুনছে গেরিলারা জঙ্গল শুধুই, চে হ্যাভারস্যাক নামালো আমার মাংসে, দেখল অবাক কমনরুম। রক্ত বেশ গরম তখন, চিন চিনও করছে!

৮.

তার শার্টের বাইরে চিরকাল। বোতামে ধরা মুহূর্তের সা, খুললে ধাক্কার আগে যে গাড়িটা রোমশ অন্ধকারে রে রে, তার পার্টস চিকণ হয়ে ওঠে। গাড়ির বনেটে বসে কবেকার মধুবালা। গায়ে হিল্লোল। মাৎ করা

পা
স্বপ্নসমগ্রে
মোজা পরেই
পড়ল

একটা ছাতা চাই, শুধু শুধু ঘুরবে। ধা ধা ধাঁধাঁ। হাসলেই হয় যে প্রকার রেলিংবুলিং, জল পড়ছে তার লোহায় ঝাঁক ঝাঁক, যাকে বৃষ্টি বলে, সেই। ছাতা খুলল মধুবালা, কী সুষমা!

নিজেই জানতো না সে, চিরকাল কিছু নয়
শার্টে বোতাম বসানো
ছিঁড়ে গেলে সেলাই করা, এই আর কি...

৯.

গায়েপড়া বর্ষা কী ছিল? হাজারে একটা। ক্লাউড কম্পিউটিং থামিয়ে, সে ধারালুপ্ত আঙিনায় পড়ছে। গায়ে উদলা শীকর। একটাই হাজারে।আমি আনিনি, বৃষ্টিকীলক আমি জন্মেও যা শুনিনি।

জানিনা বৃষ্টি কিভাবে নোডাল এজেন্ট হয়েছিল খেতিবাড়ির, গায়ে পড়ল যেদিন খুব যে লেগেছিল তা নয়, শুধু অবাক আমার দিকে তাকিয়ে সে, তার শরীরে বেজে উঠল, 'কি লোক তুমি, কীলক বোঝো না' এই গানটা

১০.

গানবাড়ি, আজকে যা, কালকেও তাই কীভাবে!
একটা তারের ফারাক, সেতার না হলেও, একটা চোখচেরা ধ্রু-এর তফাৎ
সেই যে জলের গ্লাস এগিয়ে দিল, আর তরঙ্গ এদিকে সুর্মা
জল ভাবে, তরঙ্গ ভাঙে
কী যে ঢেউ-ছিপছিপে সব,ফল সামান্য বেরিয়ে,আমি অসামান্য তাকিয়ে,বৃষ্টি আবার এল

গানবাড়ি এখন গানবারি।

১১.

রোদের অপেক্ষা-ধরা খিলখিল এ কেমন গ্রাম হে
গান জমে
জমে শ্যাওলানিহার থেকে আশানুরূপ মা
মা
পায়ে পায়ে তুলে আনে ঘুমপাড়ানি সুর ও রবিবার

একবাড়ি গান

খোকা ওঠে, মা-বিনা এ ঘর শুনসান ছিল
তার বৌ কথা বলেই পাখি
মা
একটা জাল ফেলে দেয় এসেই তার গ্রামে
একটি সংসার পায় সুর

গান আবার চিহ্ন রাখার ফলে হীন হীন হীন হয়ে যায়

হারমোনিয়ামে নিবিড়-তা পুনশ্চা রেললাইনের দুঃখ
একটা কী গান হবে
সুর বানাবে জংশন
সিগন্যালের আলোয় গেয়ে উঠবে আনকোরা কে যেন
ছিন্নভিন্ন কে যেন
কে যেন
কে

১২.

গানবাড়ির ভেতরে ছিক্কা ওড়ে ছেঁড়াফাঁড়া কোকিলের
এটা প্রচার

মিডিয়া যা করে
নেহা শ্রীবাস্তবকে প্রায় কোকিল করেই জিগগেস করে আপনি স্বাধীন?
গানবাড়িতে কিন্তু ওই এক তর্জমা
কথা সুর হয়

সুর গান
নেহা গোলাপি রঙের স্কুটি চালাতে থাকে
গানবাড়ির নেহা শ্রীবাস্তব
সুরবাড়িগানস্কুটি
ও যাবতীয় প্রচার মাথায় নিয়ে একটাই চাঁদ দেখে
বা দেখেছিল

সেদিন লক্ষ্ণৌ-এ যারা যারা দেখেছে বা শুনেছে এসব
বা নেহাকে কোকিল ভাবল যারা
গানবাড়ি তাদের
ঠিক তারাই কোকিল হয়ে ফিরে আসছে আবার

গানবাড়ির কী যে হবে
গানবাড়িতে কী কী যে হতে পারে…

১৩.
গানে কী যুক্তি আছে?
গানে কি যুক্তি আছে যে লোকোইয়ার্ড আর জিয়াদের বাড়িতে মৌসুমি বায়ু
এসে বসে ভেসে নয়
আসিয়া বসিয়া ভাসিয়া ইত্যাদিতে সাধু সাধু ইথারে মেদুর

জিয়াভরলি
জিয়ারই শুধু ভরা মনসুনে আঙুলচাঁপা ঝিলিক
গানে যেরকম ভাসিয়া
হাসিয়া ক্রিয়া অতীতে যেমন আখরোট কাঠের বাড়ি হইতেও বাড়ি
ঘর হইতেও ঘর
প্রায় শাস্ত্রীয়
প্রায়শই যুক্তিহীন গানের খোঁজে জিয়া আমাদের ‘লোডস অফ লভ’ নিয়ে আঁকাবিরোধী জিনসে
আজ সেই গায়িকা
আজ সেই ঘরের মেয়ে,বাড়ির জিয়াভরলি
যুক্তিফুরুৎ একটা গান গাইছে
শোনো..
…

১৪.

গানবাড়ীর ভেতরে পায়ের শব্দ ৎ
সৎ

আলাপের ওম ছড়ানো বুটি বুটি তমা
হে প্রিয় হে আমার
টক-শো থেকে উড়ে যাওয়া পনছি পনছি অংগরাই
কাজলে গেল হরিণে গেল নয়নে গেল না
একটা না
না নাগো না,গানবাড়ির ঠিকানা কীবা এক হলুদ প্রজাপতির রসে ব্লাশ
গালে হতে হতে হল না
ৎ ৎ ফোঁটায় আহাচেরা বৃষ্টি নামল

হে আমার, প্রিয় হে
ভিজে যাচ্ছিলে
যাচ্ছিলে
ছিলে সেই এক পারাবার পেরোন মৃগান্ত স্টেশনে
যাকে আমি গানবাড়ি বলি

তুমি এত সৎ
তুমি এত এত বিদ্যুৎ নিয়ে বলো,উঠেছে?
চোখ মিটারের দিকে

ৎ আমি…

স্বপন রায় ১৯৮০র কবি। 'নতুন কবিতা' পরিকার সহসম্পাদক। একসময় 'কবিতা ক্যাম্পাস' এর সম্পাদনার দায়িত্বে ছিলেন। অনেক কাব্যগ্রন্থের মধ্যে রয়েছে – *চে* (১৯৯০), *লেনিন নগরী, কুয়াশা কেবিন* (১৯৯৫), *ডুরে কমনরুম* (১৯৯৭), *মেঘান্তারা* (২০০৩), *হ থেকে রিণ* (২০০৮), *স্বপনে বানানো একা* (সংকলন,২০০৯), দেশরাগ(২০১১), সিনেমা সিনেমা (২০১৫), প্রভৃতি। গদ্যঃ স্বর্গের ফোকাস, রুয়ামের সন্নগে, একশো সূর্যে, কুঁচবাহার। বাংলা কবিতায় ১৯৯০-এর সময় থেকে যে 'নতুন কবিতা' বা নতুন লিরিকের সংজ্ঞার জন্ম হয়, স্বপন সে ধারার এক প্রধান কবি। কৌরব পত্রিকা ও কৌরব অনলাইনে কয়েক দশক ধরে লেখালিখি করেছেন। নানা ভাষায় অনূদিত হয়েছে ওঁর কবিতা। সুর ও ধ্বনির মধ্যবর্তীতে কীভাবে ভাষাবোধ ও তার পরীক্ষা পরম মসৃণতায় জায়গা করে নিতে পারে, স্বপন রায়ের কবিতা তার নিপুণ নমুনা।